সপ্তম অধ্যায়

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও পশ্চিমবঙ্গের দৃশ্য মাধ্যম

কার্টুন চিত্রে মুক্তিযুদ্ধ

কোনও দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিবর্তন যদি কোনও নির্দিষ্ট সময়ে হয়, যা সেই পরিসরে দেশের চেহারা চরিত্র বদলে দেয়, তবে সেই সময়টা সেই দেশের কাছে ঐতিহাসিক কাল । ১৯৭১ সালের ন'মাস সময় বাংলাদেশের কাছেও তাই । মুক্তিযুদ্ধকালীন এই সময়ের প্রতিচ্ছবি দেখা গেছে পশ্চিমবাঙলার সংবাদপত্র বা সাময়িকপত্রের কার্টুন শিল্পেও । যার প্রকাশ এবং প্রভাব আর পাঁচটা শিল্পের থেকে একেবারে অন্যরকম । টাটকা সাময়িক ঘটনাকে অবলম্বন করে চিরকাল কার্টুন আঁকা হয়েছে । কারণ পুরনো খবরের প্রতি মানুষের আকর্ষণ কমে যায় । আবার টাটকা খবর বা ঘটনা ভিত্তিক কার্টুন, সেই ঘটনার প্রতি পাঠকের মনে অনুঘটকের মতো কাজ করে । যেহেতু সেই সময় মুক্তিযুদ্ধের অভিঘাত এই পশ্চিমবঙ্গেও সমানভাবে পড়েছিল । রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় শরণার্থী শিবির, ট্রেনিং ক্যাম্প, রাজনৈতিক টানাপোড়েন - সবকিছুর সঙ্গেই জড়িয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ । সেহেতু সেই সময় মাসিক বসুমতি, শনিবারের চিঠি, সচিত্র ভারত, যুগান্তর, আনন্দবাজার পত্রিকা আর জনযুদ্ধ পত্রিকায় রাজনৈতিক কার্টুন ছাপা হতো । তার বেশিরভাগের বিষয় ছিল মুক্তিযুদ্ধ । এছাড়াও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের রাষ্ট্রপতি শাসন, নির্বাচন অথবা নিছক স্থানীয় কোনও রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে করা রেখাচিত্র, বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের নির্দিষ্ট কোণকে চুম্বকের মতো আকর্ষনীয় করে তুলেছেন তার পাঠকের কাছে । সেই সময় কাফী খাঁ, শৈল চক্রবর্তী, প্রমথ সমাদ্দার, রবীন ভট্টাচার্য, রেবতীভূষণ, চন্ডী লাহিড়ী, সোমনাথ হোর-এর মতো বহু শিল্পীর কার্টুনের মধ্যে দিয়ে বাঁধা পড়েছে সময় ।

যেমন চল্লিশের দশকে মূল্যবৃদ্ধি, ফাটকাবাজি, চোরাকারবারি, অসাধু ব্যবসায়ী, খাদ্যসঙ্কট, জিন্নার পাকিস্তান প্রস্তাব, কলকাতায় যুদ্ধ নিয়ে আশঙ্কা, সংবাদপত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা, সরকারি আইন, দেশভাগ-উত্তর শরণার্থী - এমন সব বিষয় নিয়ে ছবি আঁকা হয়েছিল কার্টুন । যা প্রকাশিত হয়েছিল তৎকালীন বেশকিছু সংবাদপত্র ও পত্রিকায় । সেই সময় চিত্তপ্রসাদের আঁকা শরণার্থী আর দুর্ভিক্ষ নিয়ে কালি-কলমে বা তুলি-কলমে আঁকা সাদা-কালো ছবিগুলো আজও ইতিহাসের জীবন্ত দলিল । তেমন সত্তরের দশকেও ভুট্টোর আলোচনায় ষড়যন্ত্র, পাঞ্জাব সেনাদের অনৈতিক আদর্শ চরিতার্থতা, গণহত্যা আর রক্ত নিয়ে খেলা সমাজ-সহ নানা বিষয়ের হাত ধরে আতঙ্ক আর ভয়ে মুড়ে থাকা এক যুদ্ধ-বিদ্ধস্ত সমাজের চালচিত্র ফুটে উঠেছিল কার্টুনের হাত ধরে । ফলে সংবাদপত্রের একটি ছোট্ট কোণ হয়ে উঠেছিল হয়ে উঠেছিল তখন আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ।

কার্টুন চিত্রে টোকাইয়ের মধ্যে দিয়ে ১৯৭৮ পরবর্তী সময়ে রফিকুন নবী দেখাতে চেয়েছিলেন বাংলাদেশের সমাজচিত্র, তার ওঠাপড়া । মুক্তিযুদ্ধের সময়ের আনন্দবাজার পত্রিকার কোণের 'তির্যক' শীর্ষক একটি ছোট্ট অংশের কালি-কলমে আঁকা রেখাচিত্র পাঠকের মনে এঁকে দিত নানা রঙের ছবি । সেই সময় চন্ডী লাহিড়ীর আঁকা কার্টুনে সমাদৃত হয়েছিল এই 'তির্যক'। কার্টুন শব্দটার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে রঙ্গ-ব্যাঙ্গের ইঙ্গিত । কিন্তু সেই সময়ের কার্টুনে সেই সুযোগ ছিল কম । বরং সমালোচনা বিশ্লেষণ ছিল অনেক বেশি । এমনিতেই রাজনৈতিক কার্টুনে কৌতুক রসের স্থান খুবই কম । গভীরতর অর্থ না থাকলে সেই কার্টুন নিছক হালকা হাসির ছর্‌রা তুলে, আচিরেই হারিয়ে যায় । আভিধানিকভাবে যে কার্টুনগুলোকে স্ল্যাপস্টিক (slapstick) কার্টুন বলে ।

দক্ষ কার্টুনিস্টরা তেমন ছবি খুব একটা আঁকতে চান না, তাঁরা ভাবাতে চান । দক্ষ কার্টুনিস্টরা চিরকাল কাজ করে এসেছেন একজন সাংবাদিকদের সঙ্গে সমানে সমানে ।

এই প্রসঙ্গে বলতে হয় ডেভিড লো-র কথা । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের বহু ঘটনার আগাম ইঙ্গিত দিতেন এই স্বনামধন্য কার্টুনিস্ট । আর তাঁর দেওয়া পূর্বাভাস মিলেও যেত বহু সময় । হিটলারের বিরুদ্ধে যে মিত্রশক্তি মিলিত আক্রমণ করবে, বা লীগ অব নেশন্‌স যে ভেঙে যাবেই - এটা ডেভিড লো আগাম বলেছিলেন । কারণ কার্টুনিস্টদের একটা সুস্পষ্ট নিজস্ব মত থাকে । তাঁরাও সাংবাদিকদের মতো, কোনটা ঠিক আর কোনটা ঠিক নয়, তার একটা পরিস্কার ধারণা দিতে পারেন । যার রসদ সংগ্রহ করে থাকেন দৈনিক সংবাদপত্র এবং সমসাময়িককালের ঘটনাপ্রবাহ থেকে ।

কার্টুনের মধ্যে একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত থাকে সেই ঘটনার গতি, তার ভবিষ্যৎ, রাজনৈতিক ইতিহাসে তার প্রতিক্রিয়ার যে সম্ভাবনা - সেগুলো ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে । দেশের অতীত ইতিহাসকে পর্যালোচনা করে তার কোনও নীতি আবিস্কার করারও প্রয়োজন হতে পারে । তেমনভাবে যদি মুক্তিযুদ্ধের সময়ের কার্টুনগুলোকে পর্যালোচনা করা যায়, দেখা যাবে পশ্চিমবঙ্গের কার্টুনিস্টরা যেন পক্ষ নিয়েই নিয়েছিলেন বাংলাদেশের ।

শিল্পী চন্ডী লাহিড়ী,

মুক্তিবাহিনীরর অসীম বীরত্বে মনোবল ভেঙে যায় পাক সেনাদের। হীনবল পাক সেনা যেন মানসিক রোগগ্রস্থ । নিজের ছায়া দেখে আতকে ওঠে। যা দেখে তাতেই ভয়।

আনন্দবাজার পত্রিকা। এপ্রিল ২৫, ১৯৭১

শিল্পী চন্ডী লাহিড়ী,
আনন্দবাজার পত্রিকা। এপ্রিল ২5, ১৯৭১

পাক অত্যাচারীদের দাঁতভাঙ্গা জবাব। মেহেদী মাসুদ নামে একজনকে গোপনে ডেপুটি হাই কমিশনর নিয়োগ দেওয়া হয়। কুটকৌশলে দায়িত্ব গ্রহণের প্রচেষ্টা চালালে তিনি নিস্ক্রান্ত হন মিশন থেকে। পাক মিশন নেই কিন্তু পাক হাই কমিশনার আছে।

শিল্পী অমল

দৈনিক যুগান্তর ,মে ৪, ১৯৭১

বাংলাদেশ বিশ্ববাসী বন্ধু দেশসমুহের স্বীকৃতির প্রতিক্ষায় দিন গুনছে।

শিল্পী চন্ডী লাহিড়ী

দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস। ডিসেম্বের ৮, ১৯৭০

পাকিস্থানে স্বাধারন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ এর ৭ ডিসেম্বর। আওয়ামীলীগ বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে। পাক সামরিক জান্তার রক্তচক্ষুর নিচে দাঁড়িয়ে সাধারন মানুষের ব্যালট বিপ্লব।

শিল্পী আবু আব্রাহাম

দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ডিসেম্বর ৯ ১৯৭০

বাংলার মুক্তিকামী মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে বন্ধুর হাত বাড়ানো ভারতকে নিয়ে ভুট্টোর প্রবল গাত্রদাহ।

শিল্পী আবু আব্রাহাম
দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, মার্চ ১৭, ১৯৭১

স্বায়ত্বশাসনের ভ্রান্ত প্রলোভনে বঙ্গবন্ধুর মত হিমালয় শিখরকে টলাতে পারেনি পাক সামরিক জান্তা। মিথ্যায় বেসাতি করে মানবতার সহজ নীতি আর্দশকে ও দেশপ্রেম টলানো যায় না।

শিল্পী অমল

অমৃত বাজার , এপ্রিল ১১, ১৯৭১

পূর্ব বাংলার সবুজ শ্যামলিমা দানবের নখরাঘাতে বিবর্ণ। বাংলার হৃদপিন্ডের রক্তক্ষরণ দিগন্তের নীলিমায় প্রতিবিম্বিত

শিল্পী কুট্টি

দি স্টেটসম্যান, এপ্রিল ১৩, ১৯৭১

বিষধর শক্তির দংশন থেকে মুক্তিকামী মানুষকে বাঁচাতে জনতার উদ্যম।

শিল্পী অমল

দি স্টেটসম্যান, এপ্রিল ১৩, ১৯৭১

বাঙালি নিধনে পাক সেনাবাহিনীর কৃতিত্বের স্বর্ণপদক।

শিল্পী আবু আব্রাহাম

দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, এপ্রিল ১৫, ১৯৭১

মুক্তিকামী মানুষের প্রতীক্ষার অবসান হতে কত দেরী?

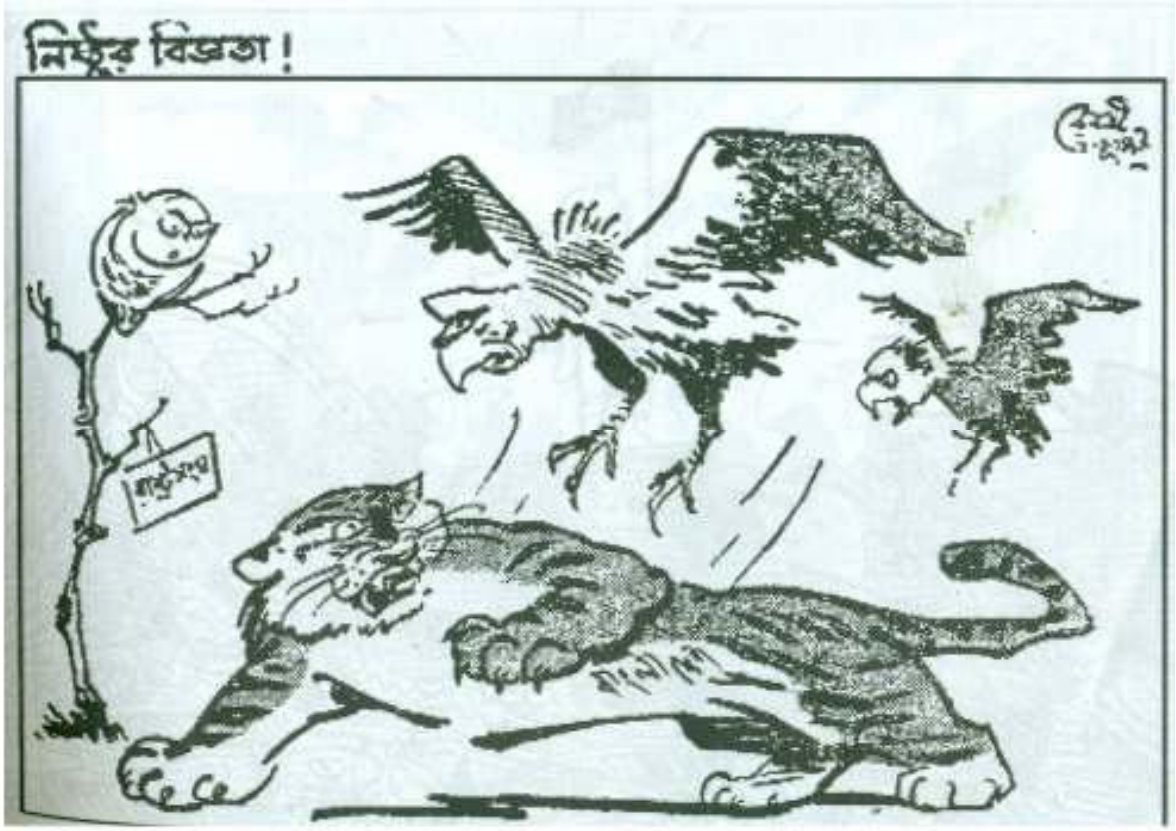

শিল্পী কুট্টি

দি স্টেটসম্যান, এপ্রিল ১৩, ১৯৭১

মানবতা যেখানে বিপন্ন, তখন বিশ্বের জাতিসমূহের প্রতিনিধিত্বকারী জাতিসংঘ তথাকথিত পরাশক্তি সমূহের স্বার্থের দ্বন্দ্বে দোলায়িত।

সাপ্তাহিক দর্পণ, এপ্রিল ১৬, ১৯৭১

ইয়াহিয়া ভূট্টো চক্রের নারকীয় হত্যা যজ্ঞের দৃশ্য দেখে বিশ্ব বিবেক স্তম্ভিত।

শিল্পী অমল

দৈনিক যুগান্তর, এপ্রিল ১৬ ১৯৭১

বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে বাঙালি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ কলকাতা মিশনে প্রথম পতাকা উত্তোলন করে সারা বিশ্বে বাংলাদেশের উপস্থিতি কূটনৈতিক ভাবে জানান দেয়।

শিল্পী চন্ডি

আনন্দবাজার পত্রিকা। এপ্রিল 17, ১৯৭১

খান্ডব দাহনে দাউ দাউ করে জ্বলছে মানবতা। প্রতিবেশী ভারতের বুকে সেই আগুনের লেলিহান শিখা উত্তাল। বিপন্ন মানবতার কাতারে সামিল হয় বন্ধুত্বের মমতাময় হাত প্রসারিত করে।

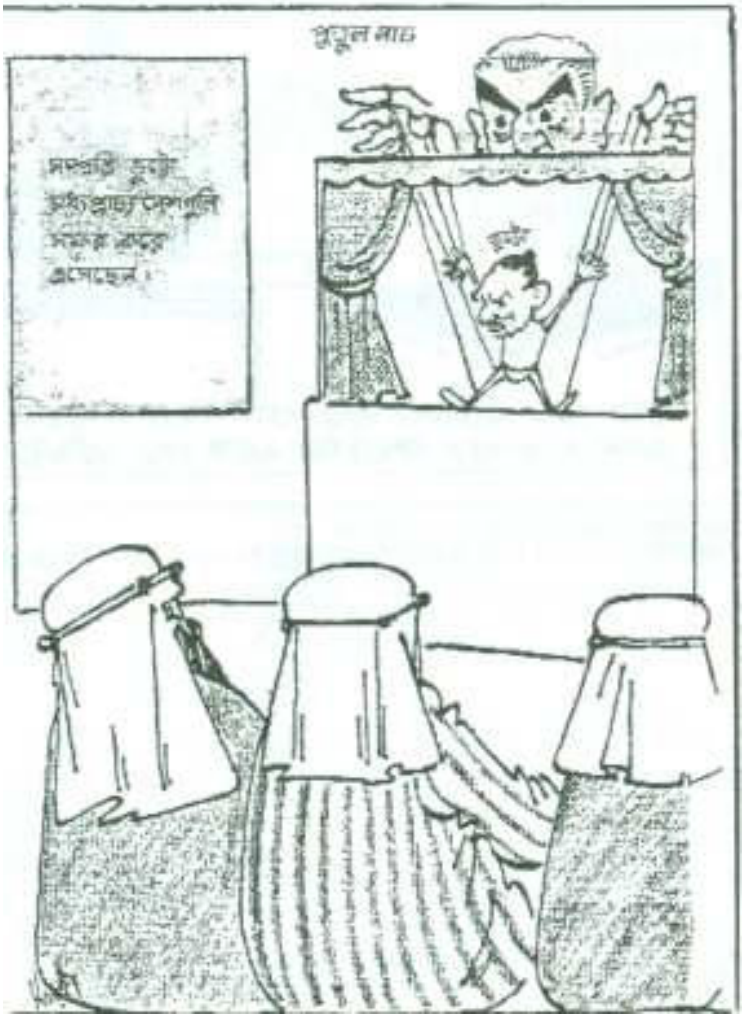

শিল্পী কুট্টি

সাপ্তাহিক দেশ, নভেম্বের ৬, ১৯৭১

ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে অবৈজ্ঞানিক বিভাজনের মাসুল দিতে হয় সাধারন মানুষকে। ধর্মের কাছে মানবতা অর্থহীন।

শিল্পী অমল

দৈনিক যুগান্তর , এপ্রিল ১৯ , ১৯৭১

বিশ্ব তখন দুটি বলয়ে বিভক্ত। মার্কিন ও রাশিয়া। পাকিস্তানের সামরিক জান্তার সমর্থনে আমেরিকার সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরে উপস্থিত। ভারসাম্য রক্ষায় অকুতোভয় রাশিয়া বাংলার পাশে।

Pak army leave Bangla Desh
Sufi. *Anandabazar Patrika*. December 2, 1971
পাক ফৌজ বাঙলাদেশ ছাড়ো
সুফি। *আনন্দবাজার পত্রিকা*। ডিসেম্বর ২, ১৯৭১

শিল্পী সুফি

আনন্দবাজার পত্রিকা। ডিসেম্বের ২, ১৯৭১

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সমর্থনের পাশাপাশি সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ বিশ্ব রাজনীতির হিসাব-নিকাশ পাল্টে দেয়। বাংলাদেশের অবশ্যম্ভাবী বিজয়ের পথে গতি সম্প্রসারিত হয়।

Pak-Independence, Proposal denied
Amal. *Daily Jugantor.* May 28, 1971
পাক মুক্তি প্রস্তাব অগ্রাহ্য
অমল। *দৈনিক যুগান্তর*। মে ২৮, ১৯৭১

"You cannot suppress us..." Mujib — Amal. *Amrita Bazar Patrika*. January 11, 1972
"আমাদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না" মুজিব — অমল। *অমৃত বাজার পত্রিকা*, জানুয়ারী ১১, ১৯৭২

Democracy in Pakistan
Chandi. *Hindustan Standard.*
December 12, 1971
পাকিস্তানে গণতন্ত্র — চণ্ডি।
হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড।
ডিসেম্বর ১২, ১৯৭১